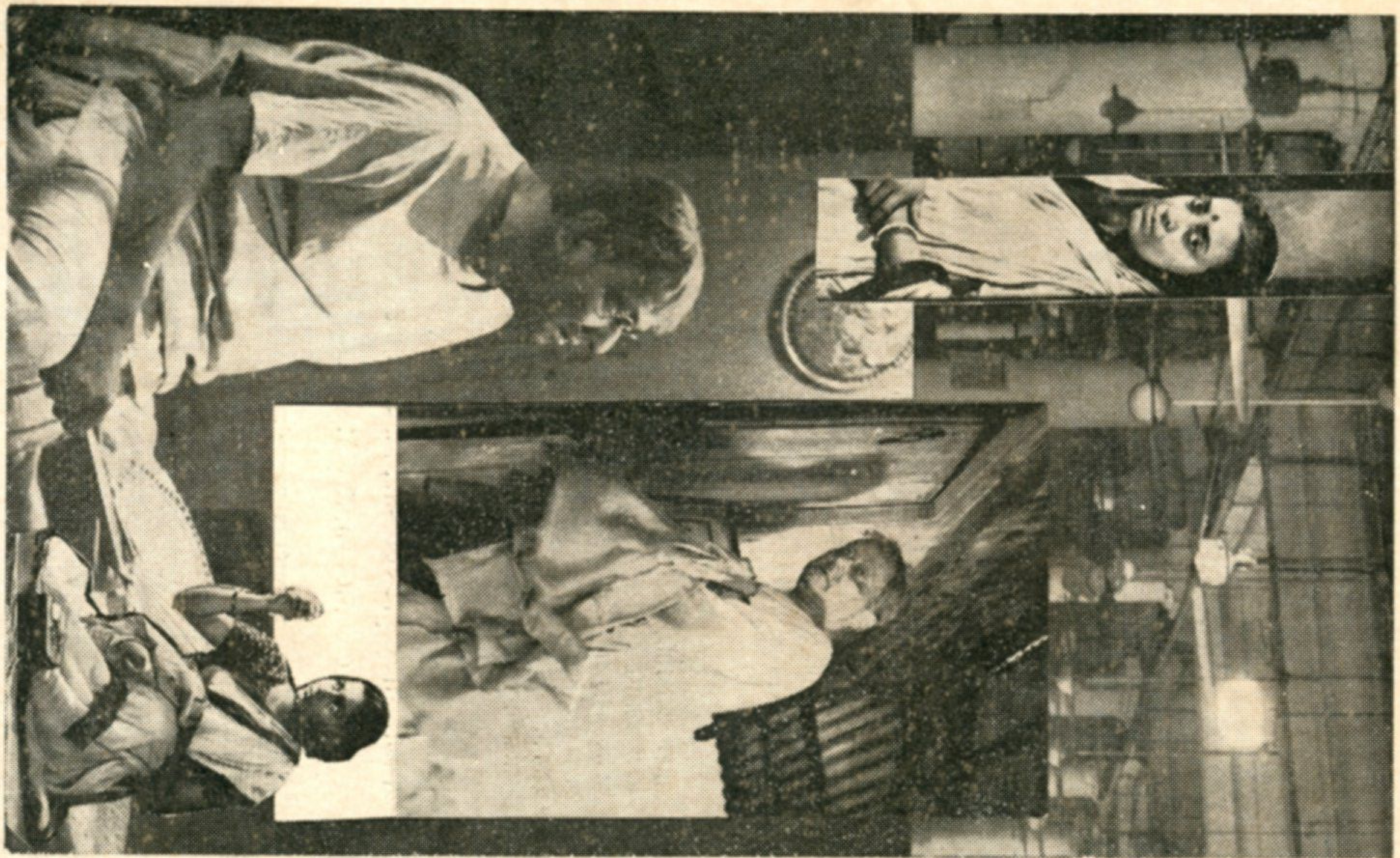

অগ্রগামী পরিচালিত

হেডমাস্টার

রীতেন এণ্ড কোম্পানীর নিবেদন

হেডমাষ্টার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় ঃ **অগ্রগামী**

সঙ্গীত পরিচালনায় ঃ **সুধীন দাশগুপ্ত**

কাহিনী ঃ **নরেন্দ্রনাথ মিত্র**

গীত-রচনা ঃ **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

॥ সংগঠনে ॥

চিত্রগ্রহণ ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত
শব্দধারণ ঃ জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
সম্পাদনা ঃ সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্পনির্দ্দেশ ঃ সুধীর খান

ব্যবস্থাপনা ঃ উপেন সুর
রূপসজ্জা ঃ রমেশ দে
পটশিল্প ঃ বৈদ্যনাথ বসাক
সোনা মুখার্জ্জী

॥ সহকার্য্যে ॥

পরিচালনায় ঃ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য
চিত্রগ্রহণে ঃ অশোক দাস, সত্য
শব্দধারণে ঃ শৈলেন পাল, ধীরেন কুণ্ডু
শিল্পনির্দ্দেশে ঃ সুহাস সিংহ-রায়

সঙ্গীতে ঃ প্রশান্ত চৌধুরী, কার্ত্তিক বোস (পটল)
ব্যবস্থাপনায় ঃ সঞ্জীব দত্ত
রূপসজ্জায় ঃ বটু গাঙ্গুলী
দৃশ্যসজ্জায় ঃ সুকুমার দে, মহেশ মল্লিক, রঘুনাথ শর্ম্মা।

আলোক-নিয়ন্ত্রণ ঃ সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রঃ, শম্ভু ঘোষ, অমূল্য দাস

স্থিরচিত্র ঃ ক্যাপস্ ফটোগ্রাফি

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতার পৌর-প্রধান)। স্যার ডি, এন, মিত্র। শ্রী ডি, এন, ভট্টাচার্য্য। শ্রী এস, এন, সেন। মিঃ পেরেরা (C. E. S. C)। শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া। মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক। শ্রীমোহন লাল দাঁ (দি আর্ম্মারী)। শ্রীবিকাশ মুখোপাধ্যায়। পার্ক ইনষ্টিটিউশন। কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেড। শ্রী বি, কে, সান্যাল। কর্ম্মীবৃন্দ (L. I. C.)।

পরিবেশক ঃ **নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ**

ভূমিকা-লিপি ঃ

ছবি বিশ্বাস ॥ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়
রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শ্যামল ঘোষাল

শোভা সেন
শিশির বটব্যাল
গঙ্গাপদ বসু
মণি শ্রীমাণি

মিসেস্ লাহিড়ী, কালী রায়, মাঃ সুমন্ত, দ্বিজেন গাঙ্গুলী, পঞ্চানন গাঙ্গুলী (এ্যাঃ), হরিপদ সেনগুপ্ত, বিমল বন্দ্যোঃ (এ্যাঃ), ভোলা গুহ, শৈলেন গাঙ্গুলী, দিলীপ বন্দ্যোঃ, দিলীপ মুখোঃ, শ্যামল ঘোষ, অনিল আদক, মাঃ দীপক, মাঃ শম্ভু, টুনটুন, পুলিন লাহিড়ী, অমর রায়, অসিত মিত্র, পশুপতি, দাঁ, দিলীপ মিত্র, সুধামাধব বন্দ্যোঃ, সাধন ভট্টাঃ, সন্তোষ রায় চৌধুরী, অরবিন্দ চক্রঃ, লতিকা দাশগুপ্তা, শৈলেন মুখোঃ, মৃণাল বসু, সন্তোষ দত্ত, ভব ঘোষ, শিবু বন্দ্যোঃ, তারক গুপ্ত, রাম ভট্টাচার্য্য

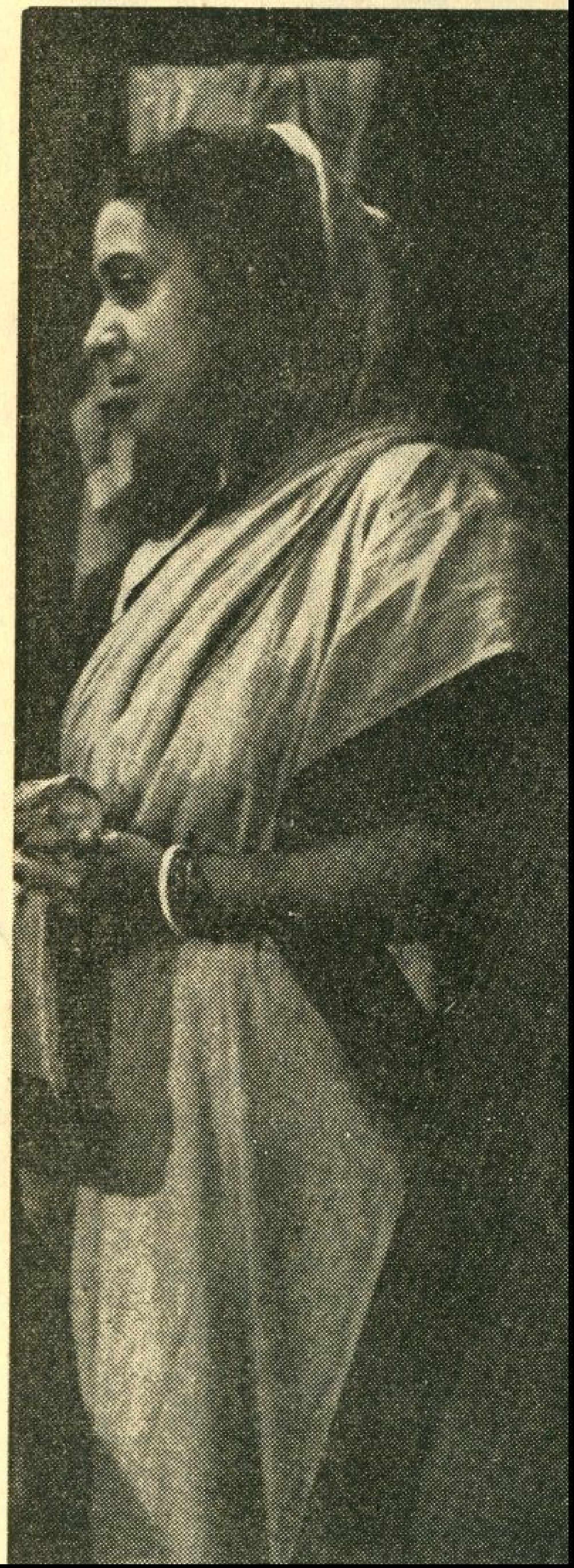

কাহিনী

'হেডমাষ্টা'রের কাহিনী ব্যক্তি বা যুগের সীমিত ইতিহাস নয়। এক বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক মহাজীবনের কাহিনী। জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কাহিনীতে ছেদ টানলেও যেমন জীবনের ব্যাপ্তিতে ছেদ পড়ে না, এ কাহিনীও তাই বিবর্ত্তনশীল সমাজবোধের যেন একটি অধ্যায়। আগামী যুগের ঐতিহাসিকের কাছে যেন এ যুগের এক প্রস্তাবনা।

কত মহাযুদ্ধ শেষ হোলো তবুও যেন আর এক মহাযুদ্ধের ছায়া নেমে আসছে আজ পৃথিবীকে গ্রাস করতে। যেন এক অন্ধ

দুর্দশা থেকে হতাশার নিবিড় আঁধারের দিকে। আজকের অর্থনৈতিক দুনিয়ার অকরুণ মুঠির চাপে যারা মানুষের মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প ও সাধনায় শ্রদ্ধাশীল তারাই সব থেকে বেশী নিগৃহীত। যাদের হৃদয়ে নেই প্রেম, নেই করুণার আলোড়ন তাদের সুপরামর্শ ছাড়া আজ পৃথিবী অচল। এই অন্ধকার সমাজে আজ তাই যে অন্ধ সেই সব থেকে বেশী দেখে। অথচ যুগ যুগ ধ'রে যারা মানব জীবনকে রূপময় করে তুলেছে, শুধু জীবন যাপনের গ্লানিকে অতিক্রম করে নিজেদের চেতনার অহংকারে যারা জীবনকে অলংকৃত ক'রেছে মহৎ সত্যে, মহৎ সৌন্দর্য্যে, মহৎ আদর্শে—সেই সত্য-সংগ্রামী মধ্যবিত্ত জীবনেরই আজ উঠেছে নাভিশ্বাস।

'হেডমাষ্টা'রের কাহিনী সেই কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকার যুগের পটভূমিতে সেই মধ্যবিত্ত সমাজের এক সচেতন প্রতিভূর জীবনযুদ্ধের কাহিনী।

জ্ঞানের পরশমণি হাতে নিয়ে তিনি পথে নেমেছিলেন একদিন। পরশমণির ছোঁয়ায় শত শত কাঁচা হৃদয়ে জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়ে নবীন যাত্রীর প্রাণে পথ চলার প্রেরণা দিয়ে গেছেন। দিয়ে গেছেন জীবনকে জানার, জীবনকে বোঝার মুলমন্ত্র।

চলার পথে পেয়েছেন বাধা, অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা। আদর্শ চেয়েছে ভ্রষ্ট হ'তে, প্রয়োজন মাথা তুলে হিসেব বুঝে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। তবুও কি শিথিল হয়নি হাতের পরশমণি? দৃঢ়

পদক্ষেপ কি মুহূর্তের জন্যও হয়নি দ্বিধাগ্রস্ত? যাত্রা শুরুর আদিতে যে জ্ঞানের নবারুণ দীপ্তি পথ দেখিয়েছিলো, মুহূর্তের জন্যেও কি জীবন-যাপনের ধূলিলিপ্ত মলিনতা তাকে ঢেকে দিতে পারেনি?

এ যেন একটি সচেতন বোধ, যেন একটি শুভ্র চৈতন্য—বিবর্তনশীল মানবজীবনের সাদা আর কালোকে নিজের জীবনে জড়িয়ে নিয়ে এ অন্ধকারে পথ চিনে নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে চায়।

'হেডমাস্টারে'র কাহিনী তাই ব্যক্তি বিশেষের খণ্ডিত কাহিনী নয়—এক পটভূমির কাহিনী। পরিবর্তনশীল সমাজবোধের ম্রিয়মাণ গোধূলীর ছায়ায় শত

শত জিজ্ঞাসার আলপনায় তা অঙ্কিত। নবযুগের মানবযাত্রীর পদচারণে যা মুছে যাবে নিশ্চিত জেনেও এ যুগের মানুষ প্রতিদিনের হৃদয় জিজ্ঞাসায় এঁকে চলেছে।

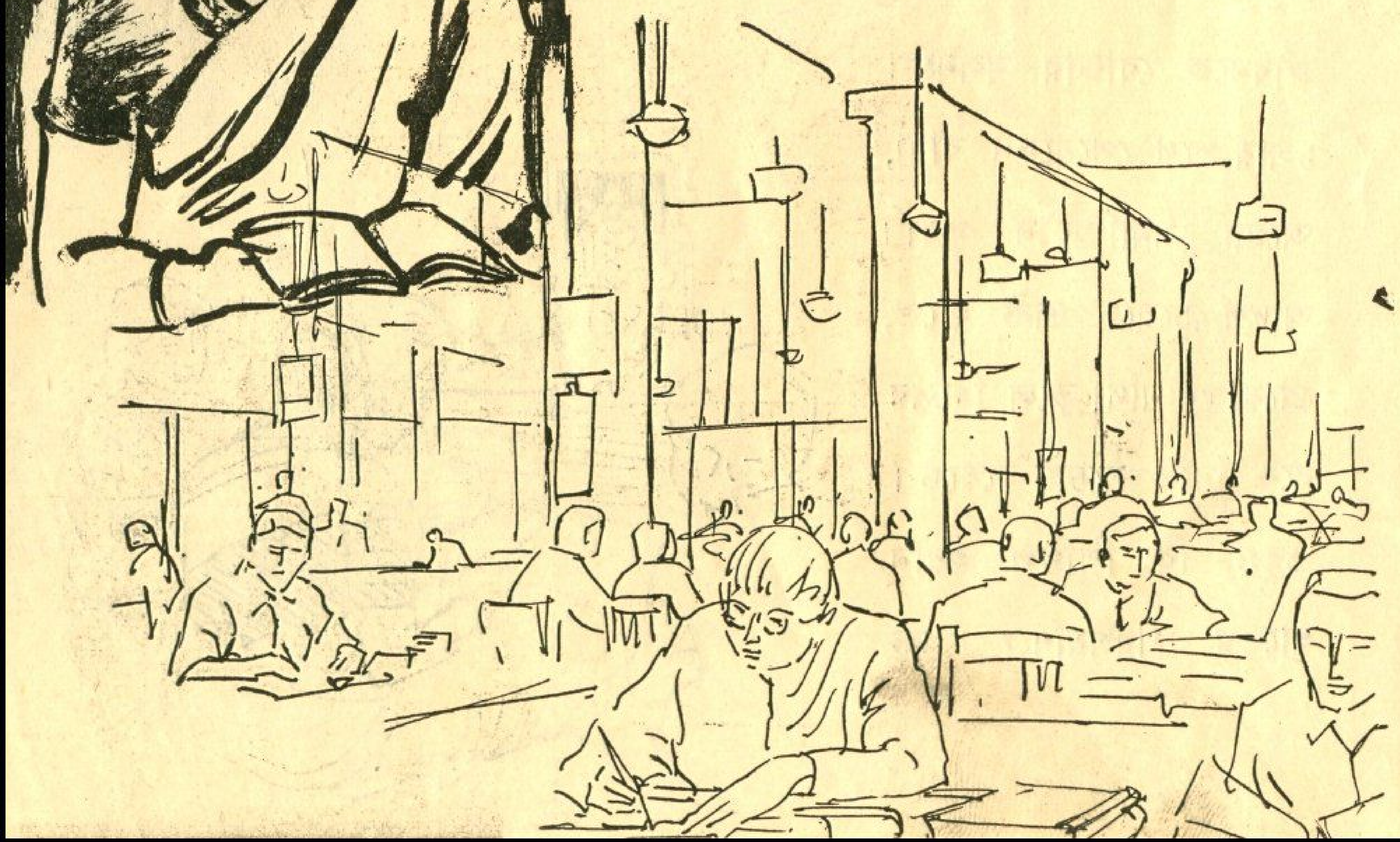

গান

আমার বাজুবন্ধের ঝুমকো দোলায়
বঁধুর মনতো ভুল্‌লো না।
ও তার সিঁথিপাটির লাল মানিকের
ছটাতে চোখ খুললো না।

আমার মণি দোলন দোলে
ও তার বনমালার দোলাতে,
আমার মনই ভুলিল সই
তাতে এসে দোলাতে—
মন দোলন দোলে, মণি দোলন দোলে!

ভোলা মন যে ধূলায় লুটায়
সে তো তবু তুললো না,
খুলতে গেলাম বাজুবন্ধ
বজ্র বাঁধন খুললো না,
ভুলতে গেলাম ভুলের নেশা
ভুলতো আমায় ভুললো না।
নাগে ধরে মরতে গেলাম
নাগেরে সই জড়াইলাম।
মরতে গিয়ে অমর হলাম
মরণ দুয়ার খুললো না॥

কথা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

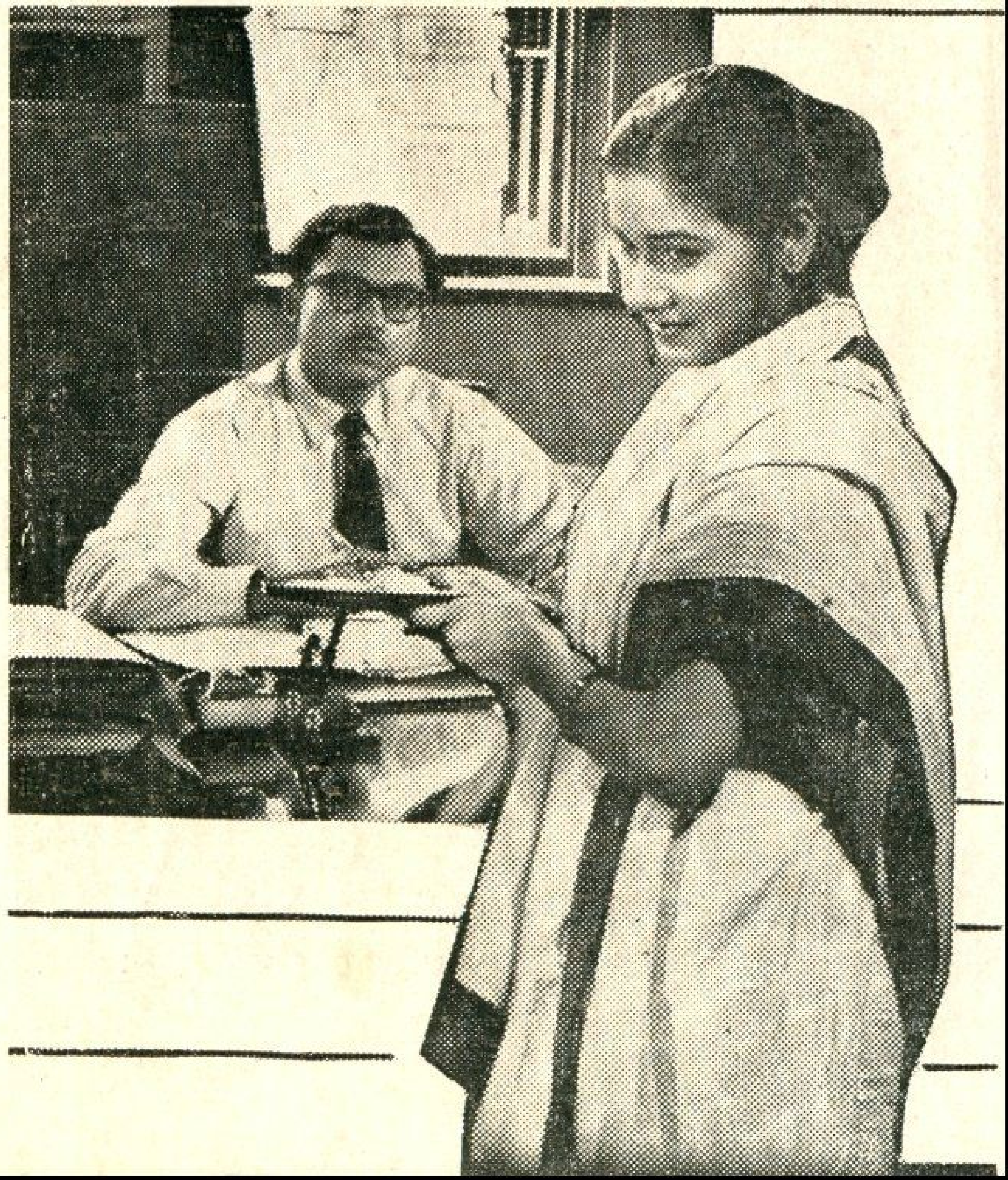

আমাদের পরবর্ত্তী
অসামান্য ছবি—

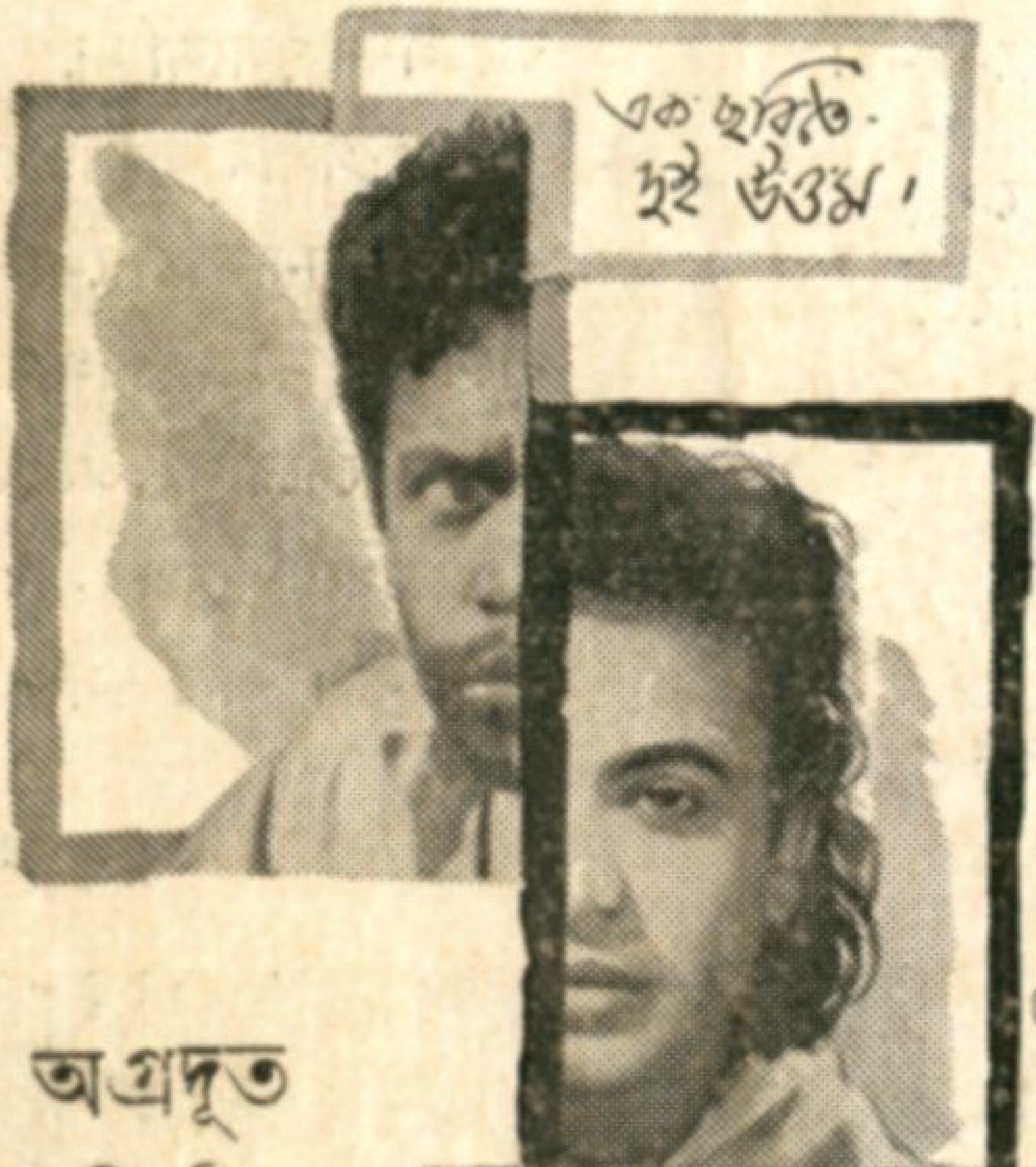

অগ্রদূত
পরিচালিত
এম. পি'র
নব
নাট্য কুহক !

শ্রেঃ উত্তমকুমার ॥ সাবিত্রী
তরুণকুমার ॥ গঙ্গাপদ ॥ প্রেমাংশু
তুলসী চক্র ॥ মাঃ দীপক ও সুশান্ত

নারায়ণ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।